সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মোর্তোজা

সহকারী সম্পাদক
বদরুল আলম নাবিল
জব্বার হোসেন
প্রতিবেদক
রুহুল তাপস, সাজেদুর রহমান
হাসান মূর্তাজা, খোন্দকার তাজউদ্দিন
সহযোগী প্রতিবেদক
জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল
খোন্দকার তানভীর জামিল

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
আলোকচিত্রী
সালাহ উদ্দিন টিটো

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, ফাহিম হুসাইন, মহিউদ্দিন নিলয়, মা'ফ রনি, হাসান জামান, জুটন চৌধুরী সাজিয়া আফরিন, মাহমুদ রাজু, টিটো রহমান

প্রতিনিধি
সুমি খান চট্টগ্রাম
মামুন রহমান যশোর
বিদেশ প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক কানাডা
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল হলিউড
আকবর হায়দার কিরণ নিউইয়র্ক
নাসিম আহমেদ ওয়াশিংটন
নাজমুন নেসা পিয়ারী বার্লিন
কাজী ইনসান টোকিও

প্রযুক্তি বিভাগ প্রধান
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
প্রধান গ্রাফিক ডিজাইনার
নূরুল কবীর
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব, সোহেল রানা রিপন
আনোয়ার মজুমদার

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

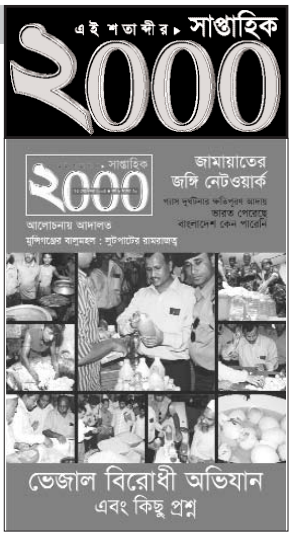

৮ বর্ষ ২০ সংখ্যা ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫

এদেশের সরকারগুলো প্রশংসার কাজ করে কম। কালেভদ্রে কোনো কোনো কাজ প্রশংসা কুড়োয়। ভেজাল খাদ্য বিরোধী অভিযান এমনই এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ। প্রায় পাঁচ মাস ধরে ঢাকা ও চট্টগ্রামে এ অভিযান চলছে।

চলমান অভিযান থেকে একটি চিত্র বেরিয়ে এসেছে। তা হলো খাদ্য হিসেবে আমরা এতোকাল বিষ গ্রহণ করেছি। 'আমরা কী খাচ্ছি' প্রশ্নটির উত্তরে বলা যায়, আমরা কি না খাচ্ছি! বরং বলা ভালো, খাদ্য ব্যবসায়ীরা আমাদের কী না খাওয়াচ্ছেন! শুধু খাদ্য উপকরণেই ভেজাল নয়, রান্নাঘরের পরিবেশ ও পরিবেশনেও ভেজাল। শহরের নামিদামি রেস্তোরাঁগুলোও ভেজাল খাদ্য পরিবেশনে পিছিয়ে নেই।

ভেজাল অভিযানের করিৎকর্মা ম্যাজিস্ট্রেটরা অভিযুক্ত ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করছেন। এতে কতটুকু কাজ হচ্ছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। কেননা জরিমানা হবার পরও দেখা যাচ্ছে অনেক প্রতিষ্ঠানই আগের মতো ভেজাল এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিবেশন করছে। আসলে ভেজাল খাদ্য বিক্রি বাবদ মুনাফার কাছে এদের জরিমানার টাকা একেবারেই নগণ্য।

ভেজাল খাদ্য বিরোধী অভিযানে অবশ্য সাফল্যও এসেছে। ভোক্তারা এখন অনেক সচেতন। তবে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী খাদ্য শিল্পের বর্তমান স্থবিরতার সুযোগে বিদেশী পণ্যে বাজার ভর্তি করছে। এটা কাম্য নয়। উপরন্তু, ভেজাল খাদ্যবিরোধী অভিযানও কোনো স্থায়ী সমাধান নয়। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, সমাজের প্রতি ব্যবসায়ীদের দায়বদ্ধতা।